গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৫ - ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

কলঙ্কিত ৬ ডিসেম্বর ঃ অন্ধকারের শক্তি আবার মাথা তুলছে

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে বিজেপি-সংঘ পরিবার যে কালিমা গোটা ভারতবর্ষের ওপর লেপন করেছিল, তা কোনও দিন মোছা যাবে কি না সন্দেহ। বাবরি মসজিদ শুধু মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মস্থানই নয়, প্রাচীন স্থাপত্যের এক মূল্যবান নিদর্শন ছিল। এমন আরও বহু মন্দির মসজিদ গির্জা অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তি হিসাবে এদেশের ও অন্যান্য নানা দেশের বুকে বিরাজ করছে। সমগ্র বিশ্বের সাধারণ ও শিল্পরসিক মানুষ এগুলি দেখে মুগ্ধ হন। প্রাচীন স্থাপত্যের এই ঔৎকর্ষ তাঁদের বিস্মিত করে। আফগানিস্তানে বুদ্ধমূর্তির ভাস্কর্য-মহিমা তালিবানরা বোঝেনি, ধর্মান্ধ তালিবানদের বোঝার কথাও ছিল না। তারা সেই বুদ্ধমূর্তিকে ধ্বংস করেছে। তালিবানদের এই অপকর্মের আগেই ভারতবর্ষের বুকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল বিজেপি-সংঘ পরিবার।

এ কথাও এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ধর্মের প্রতি কোনও আবেগ বা শ্রদ্ধা থেকে এদেশের হিন্দুত্ববাদীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেনি। নিকৃষ্ট ভোট রাজনীতির স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনতার সম্প্রদায়গত আবেগ উস্কে দিয়ে গদি দখল করার একমাত্র মতলবেই তারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। হিন্দু ধর্মের বড় বড় প্রবক্তা এদেশে এসেছেন। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব নানাভাবে হিন্দু ধর্মের জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু কখনও ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্ম বা অন্য

১৬টি বামপন্থী দলের ডাকে
৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মিছিল
মহাজাতি সদন থেকে রবীন্দ্র সদন ● বেলা ২টা

কোনও ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ব্যক্ত করেননি। তাকে ধ্বংস করার কথা বলেননি। বরং সকল ধর্মের বড় মানুষরাই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা ব্যক্ত করে গেছেন। ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যকেও দু-পায়ে দলে পিষে দিতে আটকায়নি বিজেপি-সংঘ পরিবারের। এর দ্বারা গোটা বিশ্বের সামনে ভারতবর্ষকে বর্বরদের দেশ বলে যে প্রতিপন্ন করা হল, সে কথা দেশপ্রেমিক সাইনবোর্ড হাতে নিয়ে চলা বিজেপি নেতারা ভাবেননি।

রাম মন্দির নির্মাণের জিগির তোলা, আদবানির রথযাত্রা, যাত্রা পথের দু'ধারে বিভিন্ন রাজ্যে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আগুন জ্বালানো, অসংখ্য নিরীহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা, লক্ষ লক্ষ শিশুকে পিতা-মাতাহীন অনাথে পরিণত করা, হাজার হাজার নারীর ইজ্জত হরণ করা — সবই বিজেপি নেতারা করেছে কেন্দ্রের গদি দখল করার জন্য হিন্দু ভোট আদায়ের লক্ষ্যে। তারপর ২০০২ সালে গুজরাটের ভয়াবহ সংখ্যালঘু গণহত্যা, কোনও সভ্য দেশে ভাবা যায় না। এরা খ্রিস্টান মিশনারিদের পুড়িয়ে মেরেছে, মহিলা মিশনারিদের ধর্ষণ করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে সংঘ পরিবার প্রমাণ করেছে যে, বর্বরতায় নিষ্ঠুরতায় ও অমানবিকতায় তারা ফ্যাসিস্ট হিটলারের সঙ্গে এক পংক্তিতেই বসতে পারে। 'মহান গণতান্ত্রিক' ভারতবর্ষে এই গণহত্যার অপরাধীদেরও কোনও বিচার হয় না, শাস্তি দেওয়া তো দূরের

দুয়ের পাতায় দেখুন

এস ই জেড-এর ফানুস ফেটে গেল

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এসইজেড আইন পাস করানোর সময় ২০০৫ সালের জুন মাসে কেন্দ্রের তৎকালীন ইউপিএ-১ সরকার এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন দেশের দুরবস্থা ঘোচানোর যাদুদণ্ডের নাগাল তারা পেয়েই গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধামাধরা অর্থনীতি-পণ্ডিতরাও এসইজেড-এর হয়ে ব্যাপক গলা ফাটিয়েছিলেন। প্রচার করা হয়েছিল, এসইজেড মানেই উন্নয়নের বন্যা। আজ এসইজেড মডেলেই দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এসইজেড হলে কল-কারখানায় উন্নয়নের বান ডাকবে, রপ্তানি বাড়বে, পরিকাঠামোর উন্নতি হবে, বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে — সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতির হাল ফিরে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ পর্যন্ত দেশ জুড়ে খাতায়-কলমে কাজ চলছে ১৯২টি এসইজেড-এ, যার মধ্যে ৬টি পশ্চিমবঙ্গে। অর্থনীতির হাল কেমন ফিরেছে, সাধারণ মানুষ তা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। এবার খোদ ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, সংক্ষেপে সিএজি-র একটি রিপোর্ট থেকেও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কায় এসইজেড মডেল গভীর জলে। তবে মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি — উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার নামে এসইজেড তৈরি করে সরকার স্রেফ দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের দেদার মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিয়েছে।

কী আছে সিএজি-র রিপোর্টে? রিপোর্ট বলছে, এসইজেড করার জন্য দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলিকে যে বিপুল পরিমাণ জমি নিতান্ত সস্তায় পাইয়ে দিয়েছিল সরকার, তার ৫২ শতাংশই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এসইজেড-এর কাজকর্ম যথেষ্ট কমে গেছে। শুধু তাই নয়, রিপোর্ট বলছে, সরকারের কাছ থেকে সস্তায় পাওয়া এই জমিতে কল-কারখানা তৈরি না করে ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি সে জমি অন্য কাজে লাগাচ্ছে। মূলত জমি-বাড়ির কারবার করে সেই জমি অনেক বেশি দামে বেচে দেদার মুনাফা লুটছে তারা। বহু সংস্থা আবার এসইজেড-এর জমি বন্ধক রেখে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছে এবং ঋণের টাকা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার না করে মুনাফা লুটতে ঢেলেছে অন্য খাতে। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মসংস্থানের সুযোগ এসইজেডগুলি করে দিতে পারেনি বললেই চলে। ১৫২টি এসইজেড-এর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সিএজি জানিয়েছে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এদের ব্যর্থতা ৬৫ থেকে ৯৬ শতাংশ।

অথচ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ২০০৭-'১৩ — এই ছয় বছরে এদেশের এসইজেড-এর অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলিকে সরকার কর ছাড় দিয়েছে ৮৩ হাজার ১০৪ কোটি টাকা। অবশ্য এসইজেড-এর আওতার বাইরে থাকলে এই কোম্পানিগুলিকে এক্সাইজ ট্যাক্স ও সার্ভিস ট্যাক্স

দুয়ের পাতায় দেখুন

সড়ক সংস্কারের দাবিতে শিলচরে মিছিল ও ধরনা

সংবাদ আটের পাতায়

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও-র জয়

উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা বিজেপির ছাত্র শাখা এ বি ভি পিকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে দুটি আসনে জয়ী হয়েছে। কালচারাল সেক্রেটারি পদে কমরেড অঙ্কুশ দুবে ৬৪৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ২১৭৯টি ভোট।

বিজয়ী এ আই ডি এস ও প্রার্থীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছ্বাস

আর্টস ফ্যাকাল্টিতে ইউ জি রিপ্রেজেনটেটিভ পদে বিজয়ী হয়েছেন কমরেড ভীম সিং চান্ডেল, তিনি পেয়েছেন ৮৬২টি ভোট।

জৌনপুরে জয়

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের টিডি কলেজে আর্টস ফ্যাকাল্টি ইউ জি রিপ্রেজেনটেটিভ পদে ডি এস ও একটি আসনে জিতেছে। সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড ঝরনা মালব্য এই জয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

কামরূপ অ্যাকাডেমিতে জয়

গুয়াহাটির কামরূপ অ্যাকাডেমিতে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও প্রার্থী কমরেড হাসেন আলি অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্ধকারের শক্তি আবার মাথা তুলছে

একের পাতার পর

কথা। তার চেয়েও আশঙ্কার কথা, সভ্যতা ও গণতন্ত্রের এই ভয়ঙ্কর শত্রুরা আজ আবার দেশের শাসনকর্তার আসনে বসেছে।

এবারও সরকারে বসে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযান শুরু করেছে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি সংঘ অনুগতদের দিয়ে ভরিয়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও চিন্তার জগতকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তারা স্কুলশিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। যুক্তিবাদী জ্ঞানচর্চা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠের বদলে পুরনো অনৈতিহাসিক বক্তব্যের মোড়কে হিন্দুত্ববাদী চিন্তা চাপিয়ে দিয়ে জনমানস যুক্তি-তর্কহীন ফ্যাসিবাদী মনোভাবে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা চলছে সারা দেশে। পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে উঠছে, যার ফলে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ ও ভীতির মনোভাব ইতিমধ্যেই কাজ করছে। এরই সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিপজ্জনক ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছে। আমরা জানি, যত হিন্দুত্বের জিগির তোলা হবে, তত একদল মৌলবাদী মুসলিম ঐক্যের ওপর জোর দেবে। আবার যত মুসলিম-ঐক্যের আওয়াজ উঠবে, ততই হিন্দুত্ববাদীরা তার সুযোগ নিয়ে হিন্দু ঐক্য জোরদার করার আওয়াজ তুলবে। যেমন ভারতবর্ষের হিন্দুত্ববাদীরা চায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বাড়ুক। আবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীরা চায় ভারতবর্ষের মুসলিমদের ওপর নির্যাতন বাড়ুক। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলি কত জঘন্য, কত অন্ধকারের শক্তি।

বিজেপি-সংঘ পরিবারের মতো হিন্দুত্ববাদী শক্তি নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখে যতই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাক না কেন, এভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রের সরকারে বসতেই পারত না যদি ভারতের শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি বিজেপির পিছনে প্রচুর অর্থ ও প্রচারের মদত নিয়ে না দাঁড়াত। এ কথা জলের মতো পরিষ্কার যে, ভারতবর্ষের একচেটে পুঁজিপতিরা সর্বশক্তি দিয়ে মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে বিজেপির সরকারকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করেছে ও সফল হয়েছে, যা প্রমাণ করে, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের পিছনে শুধু মার্কিন পুঁজিই নয়, বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি দাঁড়িয়েছে। এ না করে দেশে দেশে পুঁজিপতি শ্রেণি আজ আর শোষিত জনগণের পুঁজিবাদবিরোধী শোষণবিরোধী বিক্ষোভকে আটকাতে পারে না। অর্থাৎ, জনগণের মধ্যে বিভেদ বিভক্তি ঘটিয়ে তাদের ঐক্যকে ছারখার করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ আজ সকল দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যতম হাতিয়ার, যা তারা তাদের তল্পিবাহক রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে কার্যকর করাচ্ছে।

ভারতবর্ষের জনগণের ঐক্য আজ গভীর বিপদের সম্মুখীন। একদিকে একের পর এক অর্থনৈতিক আক্রমণ, অপর দিকে মননজগতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া — এই দুইয়ে মিলে দেশে আজ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাকে রুখতে না পারলে সমাজ-সভ্যতা আরও বিপন্ন হবে। বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের জনগণ যদি পারস্পরিক বিদ্বেষ ঘৃণা ও আতঙ্কে একে অপরকে শত্রু রূপে গণ্য করে, তাহলে বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সঙ্কট, সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠবে কী ভাবে? তাই আজ প্রয়োজন নিজেদের মনকে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করা। যে যার ধর্মবিশ্বাস মতো ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্চা করবে, সামাজিক জীবনে কারও পরিচয় কোনও ধর্ম দিয়ে নয়। সেখানের একমাত্র পরিচয় হবে, একই শোষিত অত্যাচারিত পরিবারের সদস্য হিসাবে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব-মহিলা হিসাবে। অন্যায়-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে একই সংগ্রামের সাথী হিসাবে। এই সংগ্রাম একমাত্র যথার্থ সংগ্রামী বামপন্থী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। আজকের পরিস্থিতি দাবি করছে, ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন যা একদিকে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়বে এবং পাশাপাশি ঐ লড়াইয়েরই অনুষঙ্গ হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচার করবে এবং সমাজ মননে তাকে প্রোথিত করার জন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলবে। ২০১৪-র ৬ ডিসেম্বর সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে এই দাবি নিয়ে হাজির হচ্ছে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার দেউলবাড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ভীম মণ্ডল ২৩ নভেম্বর কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ষাটের দশকের শুরুতে কমরেড ভীম মণ্ডল প্রয়াত কমরেড সহদেব মণ্ডল ও প্রয়াত কমরেড মদন তাঁতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সঙ্গে পরিচিত হন ও দলের কাজ শুরু করেন। তৎকালীন সরকার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চাষি ও খেতমজুরদের আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। বেনাম জমি উদ্ধার ও ফসল রক্ষার আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

২৪ নভেম্বর জয়নগরে জেলা কমিটির অফিসে কমরেড ভীম মণ্ডলের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু মরদেহে মাল্যদান করেন।

মরদেহ জামতলা অফিস হয়ে দেউলবাড়ি পৌঁছলে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রদীপ হালদার, লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল, কমরেডস মামুদ আলি মোল্লা, শোভারঞ্জন তাঁতি প্রমুখ।

কমরেড ভীম মণ্ডল লাল সেলাম

এস ই জেড-এর ফানুস ফেটে গেছে

একের পাতার পর

হিসাবে যে টাকা দিতে হত, তা এই হিসাবে ধরা হয়নি। সঠিক তথ্য সংগ্রহে অসুবিধার কারণে স্ট্যাম্প ডিউটি, ভ্যাট ইত্যাদিতে এসইজেডগুলিকে যে ছাড় দেওয়া হয়, রাজকোষে জমা না পড়া সেই অর্থও এই হিসাবে ধরা হয়নি। এগুলি যুক্ত করলে ছাড় দেওয়া অর্থ কী বিরাট চেহারা নিত, তা হিসাব করা কঠিন নয়। করছাড়ের এই হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে এদেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে কম দামে চাল-গম দেওয়া যেত, হাসপাতাল গড়ে গরিব মানুষের কাছে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া যেত কিংবা শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া অসংখ্য শিশুর জন্য বিনামূল্যে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু তার বদলে এই বিপুল টাকা সোজা গিয়ে ঢুকেছে পুঁজিপতিদের পকেটে।

এসইজেড-এর যে বিপুল পরিমাণ জমি পুঁজিমালিকদের সংস্থাগুলি অলস ফেলে রেখেছে, না হয় স্রেফ মুনাফা লুটের জন্য বেশি দামে বেচে দিচ্ছে, সেই জমির দখল রুখতেই কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে রক্ত ঝরেছে অসংখ্য মানুষের। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস, বিজেপি কিংবা সিপিএমের মতো দলের সরকারগুলি কোথাও পুলিশ দিয়ে, কোথাও বা পুলিশের সঙ্গে ভাড়া করা সশস্ত্র গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে আক্রমণ করেছে জমি বাঁচাতে মরিয়া চাষিদের ওপর। মা-বোনেরাও রেহাই পায়নি। এমনকী ধর্ষণের মতো বর্বর ঘটনাও ঘটেছে। নন্দীগ্রামের কথা সকলেরই মনে আছে। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে এসইজেড তৈরি করে দেওয়ার জন্য তৎকালীন সিপিএম সরকারের নির্দেশে সেখানকার কৃষিজমি দখলে এভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুলিশ, ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে নিয়ে। জীবন-জীবিকা রক্ষার জন্য সেখানকার মানুষের মরণপণ লড়াই ও জয়ের ঘটনা গোটা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে প্রেরণা হয়ে আছে। শুধু নন্দীগ্রামই নয়, রাজ্যে রাজ্যে এসইজেড স্থাপনের বিরুদ্ধে বুক দিয়ে লড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ। উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন গায়ের জোরে গুঁড়িয়ে দিয়েই পুঁজিপতিদের মুনাফা লুঠের এইসব স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছে তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকারগুলি। বিপুল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

এসইজেড-এ কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন ও রপ্তানি চালাতে চায় দেশি-বিদেশি যে সব পুঁজিপতিরা, তাদের প্রায় সব ধরনের কর ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি দেশে প্রচলিত শ্রম আইন লংঘন করে শ্রমিকদের ঘাম-রক্ত নিংড়ে নেওয়ার সমস্ত রকম সুযোগ করে দিয়েছে সরকার। এসইজেড মালিকরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও ছাড়ে না। এখানে ওভারটাইম ছাড়াই ৩০ টাকা থেকে ৭০ টাকা মজুরিতে দৈনিক ১০-১২ ঘন্টা কাজ করানো হয় শ্রমিকদের। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে অমানুষের মতো ব্যবহার করে মালিকের লোকজন। যেকোনও ভাবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে, না হলে এমনকী মালিকের লোকের হাতে মারধর পর্যন্ত খেতে হয় শ্রমিকদের। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদেরও রেহাই নেই। বিশ্রামের জন্য অবসর সময় দূরে থাক, কর্মীদের শৌচাগারে যাওয়ার ওপরেও বিধিনিষেধ রয়েছে এসইজেডগুলিতে। শৌচাগারে যাওয়ার জন্য মালিকের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা পার হয়ে গেলে মাইনে পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয় অনেক এসইজেডে। কাজের পরিবেশও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ফল হিসাবে এসইজেড শ্রমিকদের নানা ধরনের অসুস্থতার শিকার হতে হচ্ছে। অনেক এসইজেড-এর শ্রমিকরা ইএসআই বা পিএফ-এর মতো সুযোগসুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

কিন্তু এত সুবিধা পাওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে হাতে পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার পর্যন্ত করতে পারছে না এসইজেড-এর দেশি-বিদেশি পুঁজিমালিকরা। সেখানে একরের পর একর জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে, কলকারখানা তৈরি হয়নি। কারণ তৈরি জিনিসই গুদামে জমা হয়ে পড়ে আছে, কেনার লোক নেই। তাই নতুন কারখানা খোলার উৎসাহও নেই। ফলে উৎপাদনও বাড়েনি, কর্মসংস্থানও হয়নি, শুধু মুনাফার ভাণ্ডার আরও ভরে উঠেছে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির মালিকদের। সবই চলছে সরকারের নাকের ডগায়।

বাস্তবে, এসইজেড তৈরির পিছনে কাজ করেছে বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির দাওয়াই। ক্রেতার অভাবে নাভিশ্বাস উঠে যাওয়া পুঁজিবাদকে অক্সিজেন জোগাতে ধামাধরা পণ্ডিতরা নিয়ে এসেছেন নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি। এই নীতি মেনে পুঁজিপতিদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে তাদের হাতে চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণের অধিকার তুলে দেওয়ার লক্ষ্যেই এসইজেড-এর পরিকল্পনা। কিন্তু এত করেও যে শ্বাস নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অক্সিজেন মুমূর্ষু এই ব্যবস্থাকে জোগানো যায়নি, সিএজি-র সাম্প্রতিক এই রিপোর্ট সে কথাই বলছে। ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আসলে যে বাঁচার আর পথ নেই, এসইজেড মডেলের ব্যর্থতা তার আরও একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া-২৪ নভেম্বর, বর্তমান-২৯ নভেম্বর ২০১৪)

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড অসিত সামন্ত ২১ নভেম্বর ৫৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯ নভেম্বর ভগবানপুর থানার গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন বাসরাস্তায় জলিবাড়ে তিনি ট্রেকার দুর্ঘটনায় আহত হন। তাঁকে প্রথমে ভগবানপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর চিকিৎসার জন্য তাঁকে মেছেদার এক নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। ২১ নভেম্বর সকালে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলেও কমরেড অসিত সামন্তের প্রাণরক্ষা করা যায়নি।

কমরেড অসিত সামন্ত ১৯৭৭ সালে ছাত্রাবস্থায় স্কুল শিক্ষক প্রয়াত কমরেড নেত্ররঞ্জন দাস মহাপাত্রের সংস্পর্শে এসে দলের সাথে যুক্ত হন। তারপর থেকে দলের সমস্ত কর্মসূচি সফল করার জন্য উদ্যোগ নিতেন। ২২ নভেম্বর সকালে কমরেড অসিত সামন্তের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জীবন দাস এবং অন্যান্য জেলা ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ। স্থানীয় শিক্ষক বিকাশ সামন্ত এবং স্থানীয় কিছু বিশিষ্ট মানুষ কমরেড সামন্তের মরদেহে মাল্যদান করেন। কমরেড অসিত সামন্তের মৃত্যুতে ২২ নভেম্বর স্থানীয় বটতলা বাজার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কমরেড অসিত সামন্তের মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড অসিত সামন্ত লাল সেলাম

ব্যাঙ্কে অনাদায়ী ঋণ হাজার হাজার কোটি টাকা মাশুল দিচ্ছে জনসাধারণ

খবরের কাগজ খুললে ঋণগ্রস্ত চাষির আত্মহত্যার খবর নেই এমন দিন বোধহয় একটিও পাওয়া যায় না। অন্ধ্রপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের তুলো চাষিই হোক বা বাংলার আলু চাষিই হোক— ঘটনার বিরাম নেই। চাষি আত্মহত্যার সংখ্যাটা কয়েক লক্ষ, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন মৃত্যুর সংখ্যা কম নয়। কাগজ খুললে চোখে পড়ে কোম্পানি এবং ব্যাঙ্কগুলির মিষ্টি কথায় ভুলে মোটর বাইক বা চার চাকার গাড়ি কিনে ফেলে যাঁরা ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারেননি, তাঁদের গুণ্ডা লাগিয়ে কীভাবে বেইজ্জতি করে টাকা আদায় করছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। অনেকেরই মনে আছে, কিছুদিন আগেও এ রাজ্যে স্বনিযুক্তি প্রকল্প চালু ছিল, যেখানে সরকার বেকার যুবকদের ছোট ছোট কারখানা, দোকান বা অন্য কোনও ভাবে রোজগার করার জন্য ২৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ঋণ দিত। এই টাকায় কোনও প্রকল্পেরই বৃহৎ পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার কথা নয়। ঋণ যাঁরা নিতেন তাঁদের বেশির ভাগই প্রকল্প চালাতে পারেননি। ব্যাঙ্কের ঋণের টাকাও শোধ করতে পারেননি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঋণখেলাপি ঘোষণা করে পুলিশে অভিযোগ করে। পুলিশের তাড়া থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায় না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের অনেকেই। বহু জনকে ধরে জেলে পুরেছে পুলিশ। এঁদের ঋণের পরিমাণ কারও কয়েক হাজার টাকা, কারও কয়েক লাখ।

যাঁরা শত শত কোটি বা হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ দিচ্ছেন না, তাঁদের সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলির মনোভাব কেমন? তাঁদেরও কি এমন করে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে? তাঁদের পিছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে? টাকা উশুল করতে সম্পত্তি ক্রোক করা হচ্ছে? মোটেও না। মাঝে মাঝে কিছু রুটিন হুঙ্কার ছাড়া মূলত গলবস্ত্র মনোভাবই দেখিয়ে চলেছে সরকার বা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। বিপুল পরিমাণ ঋণ শোধ না করা সত্ত্বেও তাদের আরও ঋণ পেতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। আদানি গোষ্ঠীর কথাই ধরা যাক। সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক আদানি গোষ্ঠীকে অস্ট্রেলিয়ায় কয়লার খনি কেনার জন্য ৬১০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। অথচ আদানিদের শোধ না করা ঋণের পরিমাণ বিপুল। এ বছরের সেপ্টেম্বরের শেষে আদানিদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭২, ৬৩২ কোটি টাকা। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের ঋণ বেড়েছে ৭৬৫৩ কোটি টাকা। তা সত্ত্বেও স্টেট ব্যাঙ্ক তাদের এত বিপুল পরিমাণ ঋণ দিল কী করে? শুধু কি আদানিরা? বিজয় মাল্যর কোম্পানি কিংফিশারকেও কি একই ভাবে ঋণ দেওয়া হয়নি? ১৭টি ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়ামের কাছে কিংফিশারের বকেয়া ৭ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কেরই পাওনা ১৬০০ কোটি টাকা। এর পরেও আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক আরও ৯৫০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শিল্পপতিদের ঋণ দেওয়া নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ধরা পড়েছে। এমন ২৭টি ক্ষেত্রে মামলা ও তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। যার অন্যতম ভূষণ স্টিল ও প্রকাশ ইন্ডাস্ট্রিজকে দেওয়া সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের ঋণ, কিংফিশারকে দেওয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ঋণ।

ব্যাঙ্ক শিল্পে অনুৎপাদক সম্পদ বা এন পি এ (নন পারফরমিং অ্যাসেট)-এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এর ফলে একদিকে ব্যাঙ্ক শিল্প, অপর দিকে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ সম্পর্কিত মূল্যায়ন সংস্থা 'ফিচ'-এর এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বর্তমানে ব্যাঙ্ক শিল্পে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। এর গতি ঊর্ধ্বমুখী। আপাতত মোট ঋণের প্রায় ১০ শতাংশ অনুৎপাদক সম্পদ।

অনুৎপাদক সম্পদ বলতে কী বোঝায়? সংস্থাই হোক বা ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক কাউকে ঋণ দিলে তা ব্যাঙ্কের সম্পদ হিসাবেই ধরা হয়। কিন্তু সেই ঋণ যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় না হয় তবে তাকে বলা হয় অনুৎপাদক সম্পদ। অনাদায়ী এই ঋণ ব্যাঙ্কের মোট পুঁজির পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং হিসেবের খাতায় তার জন্য নতুন করে আর্থিক সংস্থান করতে হয়। তা করতে গিয়েই দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মুনাফা দ্রুত কমছে, যা দেখিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের বা ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে অনীহা দেখাচ্ছে।

যে পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের সেবাদাস সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষের জন্য যৎসামান্য ভরতুকি দিতে হলে গেল গেল রব তোলে, তারাই পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের গায়েব করা টাকা পূরণ করে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি তহবিল থেকে গড়ে প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা ঢালছে। বাজেটে এর জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। ২০১১-'১২ আর্থিক বছরে ভারতের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকেই ৭৯০০ কোটি টাকা দিয়েছে নতুন শেয়ার মূলধন হিসাবে। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য জনকল্যাণ খাতে বরাদ্দ কমছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি সাম্প্রতিক সময়ে কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করেনি। প্রথাগত ব্যবসাতেই সীমাবদ্ধ। নতুন কিছু শাখা খুললেও কর্মী সঙ্কোচন, বেসরকারিকরণ, আউটসোর্সিং চলছেই। তা হলে এই অতিরিক্ত মূলধন যাচ্ছে কোথায়? স্টেট ব্যাঙ্কেই ২০১১ থেকে ২০১২, এই এক বছরেই অনুৎপাদক তথা অনাদায়ী ঋণ ২৫ হাজার থেকে বেড়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। কেন এইভাবে ক্রমাগত মূলধন জুগিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার? ব্যাঙ্কগুলির ক্ষয় হয়ে যাওয়া মূলধন পূরণ করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর প্রমাণ হল, ভারতের দু'টি সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক এবং আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ককে আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা (মুডিজ) অবমূল্যায়ন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার মুখে এই অবমূল্যায়নকে অস্বীকার করলেও তাদের মান রক্ষার জন্য মূলধন জুগিয়ে চলেছে।

এই ঋণ কেন অনাদায়ী? বড় বড় সংস্থা বা বড় বড় শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা ঋণ নিয়ে টাকা শোধ করছে না। এই সংস্থাগুলির পরিচালনায়ও রয়েছেন রাঘব বোয়ালরা। কালো টাকার মালিকদের তালিকা প্রকাশের মতো এদেরও তালিকা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া দরকার। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্য এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখানে বাজার সংকট তার নিত্যসঙ্গী। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণদানের পদক্ষেপও যে কারণে ভেবে চিন্তে হওয়া উচিত। অথচ দেখা যাচ্ছে, নেতা, মন্ত্রী কিংবা ব্যাঙ্কের পরিচালক রাঘব বোয়ালদের যোগসাজশে এ সব কোনও কিছুই দেখা হচ্ছে না। কিংফিশারের অনাদায়ী অনুৎপাদক ঋণ ৭ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ঐ ঋণের জন্য কোম্পানির যে সম্পদ ব্যাঙ্কগুলির কাছে জমা আছে তার পরিমাণ এক হাজার কোটিরও কম। কিংফিশারের মালিক বিজয় মাল্য তাঁর কোম্পানিকে রুগ্ন করে দিয়ে সেই টাকা ঢেলেছেন মদ ব্যবসা ও বিনোদন শিল্পে। যেমন ফুটবল, আই পি এল ক্রিকেট, ফর্মুলা ওয়ান রেসিং এবং ফ্যাশন শিল্পে এবং এগুলি থেকে বিপুল মুনাফা করেছেন। ফলে, কোম্পানি রুগ্ন হয়ে গেছে, অথচ মালিক ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। দেশজুড়ে এর অসংখ্য নজির রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মালিক বিত্তশালী অথচ সংস্থা রুগ্ন।

কী ভাবনায় ঋণদান হচ্ছে, যার ফলে বিপুল পরিমাণ ঋণ অনাদায়ী থাকছে? প্রতিটি বড় ঋণ দানের আগে স্থাবর এবং অস্থাবর এমন বহু সম্পদের ওপর ব্যাঙ্কের অধিকার এমনভাবে রাখার কথা যাতে ঋণ অনাদায়ী হলে সেই সম্পদের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক তার প্রদত্ত ঋণ আদায় করতে পারে। একে বলে সিকিউরিটি। থাকার কথা উপযুক্ত 'গ্যারান্টার'। তা সত্ত্বেও এ সমস্যা কেন? ঋণ পরিশোধের উপায়গুলির বাস্তবতা বিচার করেই ঋণ দেওয়ার কথা। সমস্ত প্রচেষ্টায় ঋণ পরিশোধ না হলে তাদের গ্রেপ্তার করার কথা। এত কিছুর পরও ঋণ পরিশোধ হচ্ছে না। আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ধরনের ঋণ পরিশোধ করানোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না কেন? কোথায় আটকাচ্ছে? কাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না?

যে কোনও ঋণ আদায়ে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত দেখভালের ব্যাপারটা উপেক্ষিত হচ্ছে। ব্যাঙ্কে কাজের তুলনায় কর্মী সংখ্যা যথেষ্ট কম। ফলে গ্রাহক পরিষেবার মতো ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কাজ অবহেলিত হচ্ছে। দিনের পর দিন কর্মী সংখ্যা কমছে, পরিকল্পনা করে কমানো হচ্ছে। সামান্য মজুরিতে শিক্ষিত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কন্ট্রাক্ট এবং ক্যাজুয়াল কর্মী দিয়ে শূন্যপদ পূরণের চেষ্টা চলছে। কাজের প্রকৃতি স্থায়ী হলেও সেখানে স্থায়ী কর্মী নেই। আই এল ও ঘোষিত সম কাজে সম বেতনের নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ পথেই ইচ্ছা করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক শিল্পকে দুর্বল করে বেসরকারি ব্যাঙ্কের পক্ষে সরকারের তরফ থেকেই ওকালতি করা হচ্ছে। কর্পোরেট সেক্টরকে এ পর্যন্ত ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স মকুব করে দেওয়া হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, ঐ কর্পোরেট সেক্টরের স্বার্থেই ব্যাঙ্ক শিল্পের হালকে এই জায়গায় আনা হচ্ছে।

ভারতের মতো দেশে গণতন্ত্র মূলত পুঁজিপতিদেরই। পুঁজিপতিদের মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমগুলি এবং একদল বুদ্ধিজীবী যতই গণতন্ত্রে সবার সমান অধিকারের কথা বলুক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ আর মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের অধিকার এবং ব্যবস্থা এখানে সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ মানুষ ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পেরে পুলিশি হয়রানি থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করছে, অন্য দিকে মালিকরা, পুঁজিপতিরা ঋণ নিয়ে তা সরিয়ে দিচ্ছে অন্য খাতে। মালিকানা পরিবর্তন করে সংস্থাকে রুগ্ন ঘোষণা করছে। এইভাবে জনসাধারণের টাকা আত্মসাৎ করে মালিকরা কোটিপতি থেকে লক্ষ কোটিপতি হচ্ছে। এঁদের সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য, গ্রেফতার করার জন্য আইন আছে, বিচারব্যবস্থাও আছে। তবুও অসৎ এই মালিকরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পুলিশ এদের গ্রেপ্তারও করে না, সম্পত্তিও ক্রোক হয় না। আসলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে কে? তাদের কেউ এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী হয়ে বিধানসভা, লোকসভা আলো করে থাকে, তো কেউ বা এদেরই পিছনে থেকে কলকাঠি নাড়ে। যাদের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা, পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় তারাও তো আসলে এদেরই মাসতুতো ভাই। তাই, ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে জনগণের ট্যাক্সের টাকা আরও ঢেলে এই মালিকদেরই সেবা করে 'জনগণের' সরকার। যেমন, আদানির পিঠে প্রধানমন্ত্রীর হাত থাকায় তিনি বকেয়া না মেটানো সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক দেদার ঋণ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জনগণ যাতে এই প্রতারণা ধরতে না পারে তাই মাঝে মাঝে মালিকদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়তে হয়। তেমনই ফাঁকা হুঙ্কার এতদিন ছেড়েছেন কংগ্রেসের মন্ত্রীরা, এখন একই আচরণ করছেন বিজেপির মন্ত্রীরা।

কুটাবের আন্দোলন

১৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক সময়ের অধ্যাপক সংগঠন কুটাব-এর নেতৃত্বে প্রায় সহস্রাধিক অধ্যাপক রাজপথে নামলেন। পূর্ণসময় কাজ, সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো প্রণয়ন, সম্মানজনক ডেজিগনেশন, কলেজ পরিচালন সমিতিতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রভৃতি দাবিতে তাঁরা কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়ে মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ সহ পাঁচজনের প্রতিনিধিদল উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে দাবিপত্র পেশ করেন।

ঝালদায় মনীষী জয়ন্তী

পুরুলিয়া জেলার শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে 'ঝালদা সংস্কৃতি মঞ্চ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হয় ঝালদা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ ও রচনা, অঙ্কন, ক্যুইজ প্রভৃতি নানা প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে প্রবল উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।

পুরুলিয়া হাসপাতালে শিশু চুরির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

পুরুলিয়া জেলার মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল। কিন্তু তা আজ মানুষের আতঙ্কের স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও চিকিৎসায় গাফিলতি, কখনও শিশুমৃত্যু, কখনও শিশুর মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকা, কখনও রোগী নিখোঁজ—প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অবহেলা ও গাফিলতির ফলে হাসপাতাল থেকে ৬ নভেম্বর একটি শিশু চুরি হয়ে যায়। নিখোঁজ শিশুকে খুঁজে বের করা, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া ও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে ১০ নভেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে সি এম ও এইচ-এর কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সি এম ও এইচ না থাকায় অতিরিক্ত সি এম ও এইচ-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সমাধানের আশ্বাস দেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

(মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৯৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের শেষ ভাগ)

... যুদ্ধের সেই কষ্টকর বছরগুলিতেও রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বিপ্লবী। পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে অন্য কোনও বাহিনীরই বিভিন্নতম রাজনৈতিক অবস্থায় সংগ্রামের এত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ছিল না। সবচেয়ে সংগতিপূর্ণ বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে প্রলেতারিয়েত এগিয়ে এল জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরোধী সমস্ত শক্তির নেতা রূপে। লেনিন লিখেছেন, 'একমাত্র প্রলেতারিয়েতই— বৃহদায়তন উৎপাদনে তার অর্থনৈতিক ভূমিকার জন্য— সমস্ত শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের নেতা হতে সক্ষম। বুর্জোয়া শ্রেণি এদের শোষণ, নিপীড়ন ও চূর্ণ করে, প্রায়শই প্রলেতারীয়দের উপরে যতটা করে তার চাইতে কম নয় বরং বেশিই, কিন্তু তারা তাদের মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র সংগ্রাম চালাতে অপারগ।'

রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল এই যে তার এক মিত্র ছিল— কৃষকদের দরিদ্রতম অংশ। অধিকন্তু, শহরের অপ্রলেতারীয় বর্গের কাছ থেকে সে পেয়েছিল বিপুল সমর্থন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নাগরিক জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষের বেশি, এর একটা বড় অংশ ছিল কারিগর, ছোট দোকানদার এবং নিম্নতর পদের অফিস কর্মচারী। কিন্তু এদের অধিকাংশই শোষিত হত, তাদের জীবন আরামের ছিল না।

পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি তার দ্বৈত অর্থনৈতিক সত্তার দরুন সততই প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে দোলায়মান ছিল, তারা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত ও অসংগতিপূর্ণ। সোস্যালিস্ট-রে রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টি ছিল শহরে ও গ্রামীণ পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির এই দোদুল্যমানতার পরিচায়ক রাজনৈতিক আবহাওয়া-মানযন্ত্র। অন্য দিকে, পুঁজিবাদের বিকাশ, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির প্রলেতারিয়েতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পোষণ করেছিল, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিয়ে এসেছিল প্রলেতারিয়েতের অবস্থার কাছাকাছি এবং পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির একটা বড় অংশের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য সূত্রায়িত করতে গিয়ে লেনিন রাশিয়ায় শ্রেণিগত গঠনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়গুলি গণ্য করেন। প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে তিনি লক্ষ করেন, প্রলেতারিয়েত সংখ্যালঘিষ্ঠ। তিনি লিখেছেন, 'একমাত্র যদি আধা-প্রলেতারিয়, আধা-মালিক জনপুঞ্জের সঙ্গে, অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়া শহুরে ও গ্রামীণ দরিদ্রজনের সঙ্গে সে মিলিত হয়, তা হলেই সে হয়ে উঠতে পারে বিরাট, ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের অগ্রবাহিনী, লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি ছিল সেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের পরীক্ষিত নেতা। যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবী আন্দোলন রাশিয়ায় বেড়ে চলেছিল। জারতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন, ভূমিদাসপ্রথার সমস্ত অবশেষ দূর করা এবং কৃষি সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধান আসন্ন বিপ্লবের আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, রাশিয়ায় বিপ্লব সেখানেই থেমে যেতে পারত না। পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কের কুৎসিত পরস্পর বিজড়িত অবস্থাবিশিষ্ট একটি দেশে সাম্রাজ্যবাদের উপরে মারাত্মক আঘাত হানতে না পারলে, সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর না হলে ভূমিদাসপ্রথার জেরগুলি দূর করা যেত না। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে শেষোক্ত কাজটি প্রথমোক্তটির অতি কাছাকাছি চলে এসেছে।

বৈপ্লবিক সংকট দ্রুত পরিণতি লাভ করছিল। ধর্মঘট আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়েছিল প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলে। কিছুটা কম-করে দেখা হিসাব অনুযায়ী, ১৯১৭ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্মঘট করেছিল ৬,৭৬,০০০ শ্রমিক। কৃষকরা জমির জন্য তাদের সংগ্রাম বাড়িয়ে তুলেছিল, ঘৃণিত ভূস্বামীদের খাস-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের দানাশস্য ও উপকরণাদি দখল করে নিয়েছিল। জারের গোয়েন্দা পুলিশ রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী পেত্রগ্রাদে (এখন লেনিনগ্রাদ) খবর পাঠিয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি ১৯০৫ সালের কথা স্মরণ করায়। অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি মধ্য এশীয় অঞ্চলগুলিতে ও কাজাখস্তানে যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাতে জড়িত ছিল হাজার হাজার মানুষ। সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী তৎপরতা শুরু হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি ১৯১৭-র বিপ্লবের প্রাক্কালে এই ছিল পরিস্থিতি।

জার-স্বৈরতন্ত্র ও শাসক শ্রেণিগুলি অমোঘভাবে সমাসন্ন বিপ্লব এড়াবার উপায় সন্ধান করছিল অস্থিরভাবে।

৭ নভেম্বর মস্কোর রেড স্কোয়ারে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মিছিল

'অভ্যন্তরীণ শত্রুকে' শায়েস্তা করার জন্য হাত খোলা রাখার উদ্দেশ্যে জার সরকার জার্মানির সঙ্গে পৃথক এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসান ঘটানো বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। ব্রিটেন ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের দিক থেকে স্থির করেছিল প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবকে ঠেকাবে। তারা চেয়েছিল জনগণের ঘৃণার পাত্র দ্বিতীয় নিকোলাই তাঁর তরুণ পুত্র আলেক্সেইয়ের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করুন, আর তাঁর ভাই মিখাইল অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ চালান। তারা মনে করেছিল এতে তারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্র ও বুর্জোয়া শ্রেণির পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হল না। এক গণবিপ্লব শুরু হল। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭ তারিখে আরব্ধ পুতিলভ কারখানার ধর্মঘট প্রলতারিয়েতের বিরাট বিপ্লবী তৎপরতার সংকেত হিসেবে কাজ করেছিল। পেত্রগ্রাদে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক, কিংবা সমগ্র শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক, কাজ বন্ধ করেছিল।

রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যুরো ও পিটার্সবুর্গ (পেত্রগ্রাদ) কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলশেভিকরা পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) পিটার্সবুর্গ কমিটি এক ইস্তাহার প্রচার করে, তাতে বলা হয়, 'সামনে রয়েছে এক সংগ্রাম, কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে নিশ্চিত বিজয়! বিপ্লবের লাল পতাকার নিচে সমবেত হোন! ... সমস্ত ভূসম্পত্তি যেতে হবে জনগণের হাতে! যুদ্ধ ধ্বংস হোক! পৃথিবীর শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক! স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের দৃঢ়পণ সংগ্রামের জন্য বলশেভিকদের আহ্বান রণিত হয়েছিল তূর্যধ্বনির মতো। পেত্রগ্রাদের কর্মবিরতি পরিণত হয় এক সাধারণ ধর্মঘটে। 'জার নিপাত যাক' এবং 'রুটি আর শান্তি চাই' স্লোগান-সংবলিত পতাকা হাতে নিয়ে সারি সারি বিক্ষোভকারী শহরের কেন্দ্রস্থিত নেভস্কি প্রসপেক্টে যায়। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ধর্মঘট পরিণত হয় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে।

২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই অভ্যুত্থান প্রায় সারা পেত্রগাদে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই দিনই বিকেলে শ্রমিকদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের ৬০,০০০-এরও বেশি সৈনিক। একত্রে তারা দখল করে নেয় রেল-স্টেশন, ডাক ও তার অফিস, পিটার ও পল দুর্গ এবং নেভা নদীর সেতুগুলি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাউরিদা প্রাসাদে জারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিজয়ের সেই দিনটিতে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরো 'রাশিয়ার সমস্ত নাগরিকের প্রতি' শীর্ষক এক ইস্তাহার প্রচার করে। তাতে শ্রমিক ও সৈনিকদের অবিলম্বে বিপ্লবী সরকারে প্রতিনিধি নির্বাচন শুরু করার আহ্বান জানানো হয়। এই সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, জমি এবং আট ঘন্টার কর্মদিবসের দাবি পূরণ করবে এবং সম্মিলিতভাবে যাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায় সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

লেনিন এই ইস্তাহারের উচ্চ মূল্যায়ন করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়ে বলশেভিকদের প্রযুক্ত রণকৌশল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, সেটাই ছিল একমাত্র প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রণকৌশল।

রাশিয়ার জনগণের উপরে যে স্বৈরতন্ত্র নিপীড়ন চালিয়েছিল, তা ভেঙে পড়ল। আজকের দিনের কিছু কিছু বিদেশি ইতিহাসবেত্তা যেমনটি দাবি করে থাকেন তেমন 'নিজে থেকেই' তার পতন ঘটেনি। লেনিনের কথায় বলতে গেলে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিগ্রস্ত যে স্বৈরতন্ত্র নাছোড়বান্দা হয়ে রাষ্ট্রকে আঁকড়ে ছিল এবং রাষ্ট্রদেহের গভীরে বেড়ে উঠেছিল, তাকে উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হয়েছিল সংগঠিত জনসাধারণের শক্তি। এই শক্তি ছিল প্রলেতারিয়ত, জনগণের বিপুল অংশকে তা কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাশিয়ায় জয়যুক্ত হয়েছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

...কিন্তু রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ যে আশা নিয়ে বিপ্লবে যোগ দিয়ে জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করল, বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া শক্তিগুলি সেই আশা পূরণ হতে দিল না। শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সোভিয়েটগুলিতে সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বুর্জোয়াদের সাথে গোপন আঁতাত করে ফেলল। সীমান্ত যুদ্ধ বন্ধ হল না। রাশিয়ার ডুমায় (পার্লামেন্ট) সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করে ফেলল। প্রিন্স লভভ্ নামে এমন এক ব্যক্তিকে সরকারের প্রধানপদে বসাল, যাকে স্বয়ং জার নিকোলাস তার সরকারের প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী হলেন, পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দল কনস্টিটিউশন ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা মিলুকভ, অক্টোবরিস্ট দলের নেতা গুচকভ ও 'গণতন্ত্রের' প্রতিভূ হিসাবে সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি পার্টির নেতা কেরেনস্কি। এ ভাবে পুঁজিপতিশ্রেণির হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার সংবাদ যখন সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধিরা পেলেন, তখন কার্যকরী সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা ঐ সরকারকেই সমর্থন করলেন, বলশেভিকদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হল না।

এ ভাবে রাশিয়ার বুকে এক নতুন রাষ্ট্র ক্ষমতার উদ্ভব ঘটল, লেনিনের ভাষায় যে রাষ্ট্র "বুর্জোয়াদের এবং বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়া জমিদারদের" প্রতিনিধিত্ব করছে।

কিন্তু বুর্জোয়া সরকারের পাশাপাশি আর একটা ক্ষমতার কেন্দ্র মাথা তুলেছিল। সেটা হল শ্রমিক এবং সৈন্য প্রতিনিধিদের সোভিয়েট। সৈন্যদের প্রতিনিধিরা ছিল অধিকাংশই চাষি যাদের যুদ্ধের জন্য সামিল করা হয়েছিল। এই সোভিয়েট ছিল জার শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং চাষিদের ঐক্যবদ্ধ হাতিয়ার। আবার একই সঙ্গে তাদের ক্ষমতার একটা অরগ্যান — শ্রমিক শ্রেণি এবং কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্রের একটা অরগ্যান।

এর পরিণতিতে দুটি ক্ষমতাকেন্দ্রের, দুটি একনায়কতন্ত্রের একই সাথে একটা অদ্ভুত অস্তিত্ব লক্ষ করা গেল — অস্থায়ী সরকারের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়ত্ব শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েতগুলির মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণি ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্ব। অর্থাৎ রাশিয়ায় তখন দ্বৈত ক্ষমতা বিরাজ করছে।

বলশেভিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা জনগণের দৃষ্টি

পাঁচের পাতায় দেখুন

আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

বাম আন্দোলনে সুবিধাবাদ-ব্যক্তিবাদ ও গণবিচ্ছিন্নতা মোকাবেলা করে নীতিনিষ্ঠ ও লড়াকু বিপ্লবী পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করা, সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদকে পরাস্ত করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ২০-২৩ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র চার দিনের বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশন। এই কনভেনশনে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর সাথে দলের আরও ৮ জন নেতা-কর্মী যান।

২০ নভেম্বর সকাল ১১টায় মহানগর নাট্যমঞ্চ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। পতাকা উত্তোলন করেন দলের শীর্ষ নেতা কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। দেশে দেশে বিপ্লবী সংগ্রামের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহিদ বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং ভারতের সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ-এর পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সি কে লুকোস। শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতাদের ছবি, বিভিন্ন দাবি সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ড এবং লাল পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত বিরাট এক মিছিল নগরীর রাজপথ প্রদক্ষিণ করে সমাবেশ স্থলে ফিরে আসে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী

উদ্বোধনী ভাষণে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, মহান রুশ নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে স্মরণে রেখেই ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর আমাদের দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। দল গড়ে তোলার সংগ্রামে আমাদের পাথেয় ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যখন শোধনবাদের খপ্পরে পড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটল তখন দুনিয়ার দেশে দেশে পুরনো বনেদি কমিউনিস্ট পার্টিগুলো দিশা হারিয়ে ফেলল। এমনকী দল বিলুপ্তির মতো কাজও তারা ঘটিয়েছে। সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আধারে আমাদের দল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। চলতে চলতে প্রয়োগের ঘাটতি থেকে দলের অভ্যন্তরে একদল নেতার মধ্যে ব্যক্তিবাদী প্রবণতা জন্ম নিল, তারা আদর্শকেই অস্বীকার করে বসল। দলের অভ্যন্তরে আদর্শকে সমুন্নত রাখার সংগ্রাম করতে করতে আমাদের দল আজকের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৪টায়। ৫ হাজার মানুষের সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, শোধনবাদের কবলে পড়ে বিশ্ব সাম্যবাদী শিবির ধসে যাওয়ার পর দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কী ভয়ঙ্কর তাণ্ডব শুরু হয়েছে। দুনিয়ার দেশে দেশে মার্কিন শিবিরের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো হামলা, আগ্রাসন, আক্রমণ, লুটপাট — কী না করছে। এক সময় আওয়াজ উঠেছিল, সমাজতন্ত্রের দিন শেষ। আমরা বলেছিলাম, সমাজতন্ত্রের দিন শেষ হয়নি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে আমরা জানতাম, শোধনবাদ কী ভয়ানকভাবে সাম্যবাদী শিবিরকে ভেতর থেকে গ্রাস করছে। যে কারণে আমরা হতাশ হইনি। আমরা মাটি কামড়ে জনগণের দাবি নিয়ে লড়াই করে গিয়েছি, আজও করছি।

সভাপতির ভাষণে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, গত ৪২ বছর ধরে জনগণকে লুটপাট করে বাংলাদেশে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী-মালিক গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। সমাজে বৈষম্য পাহাড় সমান হয়েছে। এখন এই একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের প্রয়োজন দেশে প্রতিরোধহীন-প্রতিবাদহীন পরিবেশ। এদের মদতেই আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, বিশেষত ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদও এদের মদত দিচ্ছে। এত আন্দোলন সংগ্রামের দেশে এখন কোনও প্রতিবাদ নেই, আন্দোলন নেই। যে বামপন্থী শক্তির আত্মত্যাগের বিরাট ইতিহাস আছে, তারাও বিভ্রান্ত-উদ্ভ্রান্ত। শাসকদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তারা বুঝে হোক না বুঝে হোক কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এ অবস্থায় যেসব আন্তরিক বামপন্থী শক্তি দেশে ক্রিয়াশীল, তাদের দায়িত্ব হল গণআন্দোলনের ধারাকে বিকশিত করা। জনগণের সমস্যা নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক গণআন্দোলন গড়ে তোলা। কারণ গণআন্দোলন বিকশিত করা ছাড়া বামপন্থীরা এগোতে পারে না।

তিনি বলেন, এই কনভেনশন থেকে আমরা বিগত দিনের ত্রুটি-দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করে একটা লড়াকু পার্টি হিসাবে আমাদের দলকে দাঁড় করাবার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করব। অপরাপর আন্তরিক বামপন্থীদের সাথে নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আমাদের সীমিত শক্তি নিয়েও সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

২১-২৩ নভেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট সেমিনার হলে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিল, দল গড়ে তোলার আদর্শগত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

সংবাদ সম্মেলন

২৪ নভেম্বর বিকাল ৩টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সেমিনার হলে বাসদ (মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে আহূত এক সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী-সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কবল থেকে মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে রক্ষা করার তাগিদে ৭ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল— বাসদ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছিল। দলের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষিত আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। ১২ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যা গত ২০-২৩ নভেম্বর সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে— এখন থেকে পার্টির নাম 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)', সংক্ষেপে 'বাসদ (মার্কসবাদী)' নামে পরিচিত হবে। কনভেনশনে দলের খসড়া গঠনতন্ত্র গ্রহণ এবং কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন কমরেডস শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, আলমগির হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, মনজুরা নীলা, উজ্জ্বল রায়, ওবায়দুল্লাহ মুসা, ফখরুদ্দিন কবির আতিক ও সাইফুজ্জামান সাকন।

(বাসদ (মার্কসবাদী) কর্তৃক প্রকাশিত প্রেস হ্যান্ডআউট থেকে সংকলিত)

নভেম্বর বিপ্লব

চারের পাতার পর

অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা, সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের চরিত্র উদঘাটন করে দেওয়া এবং এ সত্য দেখানো যে শক্তি ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না অস্থায়ী সরকারকে হটিয়ে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। বলশেভিকরা এই কাজে নিজেদের নিয়োজিত করল।

অবশেষে ১৯১৭ সালের ৩ এপ্রিল দীর্ঘ সময় নির্বাসনে কাটানোর পর পার্টির নেতা লেনিন রাশিয়ার পেট্রোগ্রাদে ফিরলেন। রাশিয়ায় পদার্পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। পরদিন ৪ এপ্রিলেই তিনি বলশেভিকদের একটি সভায় যুদ্ধ এবং বিপ্লব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করলেন, পুনরায় তা পেশ করলেন মেনশেভিকদের একটি যৌথ সভায়। এই প্রতিবেদনই ছিল লেনিনের প্রখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস'। যার মধ্য দিয়ে তিনি বলশেভিক পার্টি এবং রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণিকে বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের লাইনটি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। লেনিনের এই বৈপ্লবিক লাইনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা চিৎকার জুড়ে দিল, মেনশেভিকরাও তাদের সাথে গলা মেলাল।

এপ্রিল থিসিসে লেনিন আরও বললেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা পার্লামেন্টারি রিপাবলিকের দিকে পা ফেলব না, আমরা সারা দেশজুড়ে শ্রমিক,কৃষি-মজুর এবং কৃষকদের প্রতিনিধি নিয়ে সোভিয়েট রিপাবলিক গঠন করব। নতুন স্লোগান ঠিক করে বললেন, অস্থায়ী সরকারের প্রতি কোনও সমর্থন নয়।

লেনিন আরও বললেন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলো এবং রাশিয়ায় মেনশেভিকরা নিজেদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটস বলে অভিহিত করত। এই সুবিধাবাদীরা, সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরা সোস্যাল ডোমোক্র্যাটস নামটিকে মসীলিপ্ত করেছে। তাই বলশেভিকরা এখন থেকে তাদের পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টি বলে অভিহিত করল।

১৪ এপ্রিল বলশেভিকদের পেট্রোগ্রাড শহর সম্মেলনে লেনিনের থিসিস গৃহীত হল। একে একে সমস্ত স্তরে — কতিপয় ব্যক্তি বাদ দিয়ে — দলের সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীরা এপ্রিল থিসিসকে তাদের বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি ধরে নভেম্বর বিপ্লব সফল করার পথে এগিয়ে গেলেন।

রাজ্যের চটশিল্পে সর্বাত্মক ধর্মঘট

কলকাতায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

চটশিল্পের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মেয়াদ গত ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়ে যাওয়ার পর ২১ মাস অতিক্রান্ত। অথচ চটকল শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি সনদের মীমাংসা আজও হয়নি মালিকদের অনড় মনোভাব এবং রাজ্য সরকারের মালিকতোষণ নীতির জন্য। অন্যদিকে আম্বানি-আদানি সিন্থেটিক লবির স্বার্থে খাদ্যশস্য ও চিনির প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে চটের বস্তার ব্যবহারের বাধ্যতামূলক সংরক্ষণ আইনকে শিথিল করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপক হারে সিন্থেটিক বস্তা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ফলে চটশিল্পে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই বাজার সংকটের বোঝা মালিকরা সমস্তটাই শ্রমিকদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নির্বিচারে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা ছাঁটাই ও মজুরি সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা ছাঁটাই করে চলেছে। ৬০ হাজার শ্রমিককে কাজ থেকে ছাঁটাই করেছে। এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সামনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। তাই চটশিল্পের সাথে যুক্ত ২০টি ইউনিয়নের ডাকে ২৬ নভেম্বর একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট ও কলকাতার রানি রাসমণি রোডে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। আই এন টি ইউ সি-র বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্যের সমস্ত চটকলগুলিতেই সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয় এবং কলকাতায় হাজার হাজার চটকল শ্রমিকের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সমাবেশে এ আই ইউ টি ইউ সি ছাড়াও সিটু, আই এন টি ইউ সি, বি এম এস, এ আই টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, ইউ টি ইউ সি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন, আই এন টি ইউ সি নেতা গণেশ সরকার। সমাবেশে বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি তথা এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতার আগে সাদা চামড়ার মালিকরা চটকল শ্রমিকদের শ্রমিক হিসাবে মর্যাদা না দিয়ে নির্মম শোষণ করত, স্বাধীনতার পর সাদা চামড়ার বদলে কালো চামড়ার পুঁজিপতিরা একইভাবে নির্মম অমানুষিক শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই মালিকদের তোষণ করছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার। শ্রম আইন লঙ্ঘন করছে মালিকরা, শ্রমিকদের পি এফ, ই এস আই ও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করছে। কোনও মালিকের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে না সরকার। ফলে শ্রমিকদের দাবি সনদের মীমাংসাও হচ্ছে না। ন্যূনতম মজুরি দৈনিক ৪৫০ টাকা করা, প্রতিটি কারখানায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ৯০ শতাংশ পার্মানেন্ট এবং ২০ শতাংশ স্পেশাল বদলি শ্রমিক রাখা, কাজের প্রথম দিন থেকেই শ্রমিকদের পি এফ এবং ই এস আই-এর সুবিধা দেওয়া, বকেয়া ৫০০ কোটি টাকার গ্র্যাচুইটি আদায় করা, ২০ শতাংশ ঘর ভাড়া ভাতা দেওয়া এবং বোনাস আইন সংশোধন করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। ক্ষমতায় যে সরকারই বসুক না কেন, মালিকদের ঔদ্ধত্য এবং শ্রমআইন ভাঙার বেপরোয়া মনোভাব বেড়ে চলছেই। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে যেভাবে এ জিনিস চলছে, এর আগের সরকারের আমলেও তাই চলত। কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, এই শোষণ এবং জুলুমকে রুখতে হলে চাই ঐক্যবদ্ধ যুক্ত আন্দোলন— যা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। শ্রমিকদের বাঁচার দাবি এক, সমস্যাও এক। অন্য দিকে মালিক পুঁজিপতিরাও ঐক্যবদ্ধভাবেই শোষণের যাঁতাকল চালাচ্ছে— ফলে শ্রমিকদেরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এখানেই যুক্ত আন্দোলনের কার্যকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব। সমস্ত ঝান্ডাকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই চালিয়ে যেতে পারলেই শ্রমিকদের মূল শত্রু পুঁজিবাদকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। তাই শ্রমিক ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ যুক্ত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চটশিল্পে ত্রিপাক্ষিক যে আলোচনা চলছে তাতে চুক্তি করার আগে শ্রমিকদের রায় নিতে হবে — সকলের সাথে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এভাবেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরও দৃঢ় করতে হবে। সভায় অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

২৬ নভেম্বর রানি রাসমণি অ্যাভেনিউয়ে চটকল শ্রমিকদের সমাবেশ

ডেঙ্গু প্রতিরোধের দাবি হাওড়া মেয়রের কাছে

হাওড়া শহরের ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪৪ নং ওয়ার্ডে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে অন্তত ৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এলাকায় জমা জল, ভ্যাট, মজে যাওয়া নর্দমা ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করা, মশা মারা কামান ও ব্লিচিংয়ের উপযুক্ত ব্যবহার, মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও সমস্ত রাজনৈতিক দল, ক্লাব, সমাজসেবী সংগঠনকে যুক্ত করে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুরসভাকে উদ্যোগ নেওয়ার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২০ নভেম্বর মেয়রের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কর্মসূচিতে অংশ নেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তাপস বেরা, হাওড়া টাউন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্রীরূপ দাস ও কমরেড মিতা হোড়। একই দাবিতে জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে বি গার্ডেন এলাকায় ৩৯ নং পুর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১ ডিসেম্বর দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল সুপারের কাছে জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের থেকে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়।

‘বেতন যা পাই তাতে সংসার চলে না’

বললেন শিলিগুড়ির গীতা খারু, সদানন্দ সিংহরা

গীতা খারু, বাসন্তী রায়, নির্মল রায়, রুমান সিংহ, সদানন্দ সিংহ। এঁরা সবাই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের বাগমতী পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলের শ্রমিক। তাঁরা জানালেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মালিকপক্ষ আমাদের দিয়ে সব করিয়ে নেয়। কিন্তু বেতন যা দেয় তাতে, জিনিসপত্রের যা দাম সংসার চলে না। কত বেতন দেয়? দৈনিক মাত্র ১২৩ টাকা। অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দৈনিক ২৩৭ টাকা। ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী এই বেতন মালিক দিতে বাধ্য। এই বেতন না দেওয়ার অর্থ হল আইনের লঙ্ঘন। মালিকপক্ষ বছরের পর বছর ধরে আইন লঙ্ঘন করলেও সরকার এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না, মজুরি পাইয়ে দেওয়ারও কোনও উদ্যোগ নেয় না। ফলে বছরের পর বছর শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার।

বাঁচার মতো মজুরির দাবিতে কয়েক বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এ আই ইউ টি ইউ সি প্রভাবিত বাগমতী পাল্প অ্যান্ড পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সংগঠনের ইউনিট সভাপতি জয় লোধ জানালেন, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গত কয়েক মাসে তিনটি চিঠি কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হলেও মালিক আলোচনায় বসতে অস্বীকার করছে। ফলে বাধ্য হয়েই ২০ নভেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ৮ দিন পর মালিক আলোচনার আশ্বাস দেন এবং ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

ওষুধের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে যুব বিক্ষোভ

মোদি সরকারের ১০৮টি জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধি ও চাকরিতে নিয়োগ বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ওষুধের দাম বৃদ্ধির কালা সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। এতে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভানেত্রী কমরেড নন্দা সাহা। পরে পথসভায় তিনি বলেন, ভারতবর্ষে অসংখ্য বেকার, ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন, এর ওপর মোদি সরকারের জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এর বিরুদ্ধে তীব্র যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

১৯ নভেম্বর পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে যুববিক্ষোভ ও জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধির কালা সার্কুলার পোড়ানো হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড সোমনাথ কৈবর্ত্ত ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শ্রীলোক মাজি।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ, প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর পুলিশের সাম্প্রতিক লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করেছেন এ আই ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র। ২৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি এই লাঠিচার্জের জন্য দায়ী পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। দীর্ঘ আন্দোলনের পর একটি মনোনীত কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও রবার বুলেট ছোঁড়ে। পুলিশি আক্রমণে বহু ছাত্র আহত হয়েছেন। কমরেড অশোক মিশ্র দাবি জানান, আহত ছাত্রদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনের নেতা ও সাধারণ ছাত্রদের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে।

রায়গঞ্জে এসসি-এসটি-ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে জালিয়াতির প্রতিবাদ ডি এস ও-র

রায়গঞ্জ ব্লকের একাংশ কর্মচারী দালাল চক্রের সঙ্গে যোগসাজশে অর্থের বিনিময়ে এস সি-এস টি এবং ওবিসি সার্টিফিকেট ছাত্রছাত্রীদের পাইয়ে দিচ্ছিল। প্রকৃত দরিদ্র, মেধাবী এস সি-এস টি এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীরা সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ১৯ নভেম্বর এ আই ডি এস ও-র কর্মী সমর্থকরা রায়গঞ্জ বিডিওর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে অভিযোগ জানান। এই দালাল চক্র বন্ধ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ঘোষণা করেন সংগঠনের নেতা শ্যামল দত্ত। তিনি বলেন, এস সি-এস টি এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়ার পরে কোনও কারণ না দেখিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হয়রানি করা হচ্ছে। শীঘ্রই যাতে সমস্যার সমাধান হয় বিডিও তা দেখবেন বলে জানান। এ দিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শ্যামল দত্ত, সুমিত ঝা, মানিকুল ইসলাম, বৈশাখী বর্মন প্রমুখ।

বাঁকুড়ায় পরিচারিকাদের ডেপুটেশন

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি ও পরিচয়পত্র প্রদান, সপ্তাহান্তে ছুটি, সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের নেওয়া, পরিচারিকাদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করা ইত্যাদি দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখা ১৮ নভেম্বর মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের জেলা ইনচার্জ লক্ষ্মী সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেয়। তিনি ষাটোর্ধ্ব পরিচারিকাদের বার্ধক্যভাতা, মদের ঠেক উচ্ছেদ ও পরিচারিকাদের নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

নিজ কন্যাকে হত্যা করলে বুঝি পরিবারের সম্মান বাড়ে

একমাত্র এ আই ডি এস ও-র ছাত্রছাত্রীরাই রাস্তায় নামল দিল্লির বুকে। তথাকথিত অনার কিলিং-এর নামে বাস্তবে যে 'ডিজঅনার' বা অসম্মান তথা বীভৎস নিষ্ঠুর কাণ্ড 'আধুনিক' ভারতে ঘটে চলেছে, যার বিরুদ্ধে কাগজে-কলমে প্রতিবাদ হলেও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়নি তাবড় ছাত্র সংগঠনগুলি— ডি এস ও-র ছাত্রছাত্রীরাই সাহস দেখাল বুক চিতিয়ে এই নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদ করার। এর দ্বারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ছাত্র সমাজের সম্মান উচ্চে তুলে ধরল ডি এস ও।

'অনার কিলিং' বা পরিবারের সম্মানরক্ষায় কন্যা ও পুত্র খুনের ঘটনা এ দেশে বিশেষ করে, উত্তর ভারতে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যে সমস্ত তরুণ-তরুণী ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করছেন তাঁরা নিজ পরিবারের লোকজনের হাতে নানা ভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে খুন হচ্ছেন। অন্য ধর্মে, অন্য বর্ণে বা অন্য জাতে বিশেষ করে তথাকথিত নিচু জাতে বিয়েকে এইসব পরিবারগুলি মনে করে পারিবারিক সম্মানে মস্ত বড় কলঙ্ক লেপন। আর এই মিথ্যা সম্মানবোধ থেকে তাঁরা এমন হিংস্র হয়ে উঠছেন যে, নিজ সন্তানকে হত্যা করতেও এতটুকু বিবেক দংশন অনুভব করেন না, বরং এক ধরনের গৌরব বোধ করেন।

সম্প্রতি এরকমই একটি অনার কিলিং-এর ঘটনা ঘটেছে রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লির বেঙ্কটেশ্বর কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী ভাবনা, অভিষেক শেঠ নামে এক যুবককে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের মাত্র তিন দিন পরেই তিনি খুন হন। তাঁর পিতা তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এই নিষ্ঠুর ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও ডি এস ও ছাড়া এর বিরুদ্ধে নিন্দায় রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে এমন কোনও সংগঠন বা প্রতিবাদের খবর আমাদের জানা নেই।

এ কথা ঠিক, ভারতে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতগত বিভেদ প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। আবার এ কথাও সত্য, অতীতের বহু রীতি, আচার, অনুষ্ঠান মানুষ পরিবর্তনও করেছে। একসময় ধর্মের নামেই সতীদাহ প্রথা ছিল। ছিল প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়ার ধর্মীয় বিধান। বহু সামাজিক আন্দোলনের পরিণতিতে এসব পাল্টেছে। তেমনই আজও যেসব কুপ্রথা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার পরিবর্তনও জরুরি।

প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী আপন পছন্দের ভিত্তিতে বিবাহ করবে এটা দেশের আইনেও স্বীকৃত। এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই এই পথ অনুসরণ করেন। কিন্তু সমাজমননে বিশেষ করে জাতপাত-ধর্মকে ভিত্তি করে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা আজও ভারতীয় সমাজের বহু জায়গায় টিকে রয়েছে এবং কায়েমি স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দলগুলি ভোট কুড়োনোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। এ সবের বিরুদ্ধে যথার্থ যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। এ ব্যাপারে অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলিরই অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার কথা। কিন্তু বুর্জোয়া রাজনীতিকরা মুখে জাতপাত-সম্প্রদায়গত বিভেদ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বুলি আওড়ালেও, অনার কিলিং-এর মতো বীভৎস ঘটনায় 'বিস্ময়' ও 'শোক' প্রকাশ করলেও এ সবের বিরুদ্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে এক কদমও ফেলতে চায় না। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের দিকে তাকালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, জাতপাত-সাম্প্রদায়িকতা আজ বুর্জোয়া রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার। এ সব প্রথা ও নিয়মের নাগপাশে মানুষকে যত জড়িয়ে রাখা যাবে, ততই বুর্জোয়া শাসন-শোষণ নিশ্চিন্ত হতে পারবে। সেই কারণে তথাকথিত বুর্জোয়া দলগুলি এসবের বিরুদ্ধে নীরব।

এই সর্বাত্মক রাজনৈতিক নিষ্প্রহতার মাঝেও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রতিবাদের যে শিখা জ্বালাল ডি এস ও, তা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক। ২২ নভেম্বর আর্টস ফ্যাকাল্টিতে এক প্রতিবাদ সভায় ডি এস ও-র ছাত্রছাত্রীরা বিস্ময়ের সাথে বলেন, নিজ কন্যাকে হত্যা করলে বুঝি পরিবারের সম্মান বাড়ে! নিহত ভাবনার বাবা আপাতত পুলিশের লকআপে বন্দি। আজ তিনি খুনের মামলার আসামী। আমরা জানি না, তাঁর এই পরিচয় তাঁর পরিবারের সম্মান বাড়িয়েছে কি না। তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে কি না ভবিষ্যতই তা বলতে পারবে। বহু ঘটনাতেই অপরাধীরা কিন্তু সাজা পাচ্ছে না। সরকার যদি সত্যিই এর বিরোধী হয়, তবে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লাগাতার প্রচার নেই কেন? ভাবনার মৃত্যু নতুন করে ভাবতে শেখাক, এই অন্যায় কু-প্রথার বিরুদ্ধে দিল্লি সহ সর্বত্র সামাজিক আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে প্রেরণা দিক।

বিধানসভায় কমরেড তরুণ নস্কর

১ নভেম্বর ঃ রাজ্যের অনুদানপ্রাপ্ত কলেজগুলি মূলত আংশিক সময়ের শিক্ষকদের দিয়েই চলছে। আংশিক সময়ের ৬ হাজার, পূর্ণ সময়ের ৫ হাজার ৭০০ শিক্ষক থাকলেও আরও ১৮ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য। আংশিক সময়ের শিক্ষকরা সপ্তাহে মাত্র ১০টি ক্লাসের সুযোগ পান। তাঁরা মাসিক সাম্মানিক পান মাত্র ১১৩৪০ থেকে ১৫৬০০ টাকা। মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ আংশিক সময়ের শিক্ষকদের পূর্ণ সময় কাজের অধিকার ও উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করা হোক।

১২ নভেম্বর ঃ রাজ্যের ৩০ হাজার স্মল সেভিংস এজেন্ট চরম বিপদের সম্মুখীন। চিটফান্ডের রমরমায় পোস্টাল সেভিংসের পরিমাণ কমেছে। সুদের হারও ১৪ শতাংশ থেকে কমে ৮ শতাংশ হয়েছে। পিপিএফ ইত্যাদি স্কিমে টাকা জমা করার কাজ এজেন্টদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এজেন্টদের কমিশনও কমেছে। ফলে স্বল্প সঞ্চয় কমেছে যার জন্য রাজ্যের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা কমেছে। এজেন্টরাও বিপন্ন। অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি, এজেন্টদের অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবে বিবেচনা করে সচিত্র পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হোক। ১৫ বছরের বেশি যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের পেনশন চালু হোক।

১৭ নভেম্বর ঃ রাজ্যে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদ বহুদিন শূন্য। দু'বার আমি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। পুলিশের এক প্রাক্তন ডিজিকে কমিশনে বসানো হয়েছে। তিনি এখনও পর্যন্ত কোনও সুপারিশ করেননি। অতি দ্রুত পূর্ণ সময়ের চেয়ারম্যান নিয়োগ করার দাবি জানাচ্ছি।

পঞ্চায়েত দ্বিতীয় সংশোধনী বিল ২০১৪

২৪ নভেম্বর ঃ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কোনও প্রধান, উপপ্রধান, সভাপতি ও সহ সভাপতি, সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতিদের অনাস্থা এনে সরানোর ক্ষেত্রে এক বছরের বদলে আড়াই বছরের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে এমন কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। ১৯৯৪ সালে সংশোধনী এনে এক বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। দুর্নীতিই যদি মূল বিষয় হয় তাহলে অনাস্থার ক্ষেত্রে কোনও সময়সীমা রাখা উচিত নয়। ১৯৯৪-এর আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত। এই সংশোধনীর ফলে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত পদাধিকারী পুরো পাঁচ বছরই কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে যাবে সেই সম্ভাবনা আছে। আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি।

তমলুকে বাসে ছাত্র কনসেশনের দাবি আদায়

২৬ নভেম্বর এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে শতাধিক স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী তমলুক শহরের মানিকতলা মোড়ে এক ঘন্টা পথ অবরোধ করে বাস ভাড়া কমানোর দাবি জানায়। ১৯৮৬ সালে তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা ২/৩ ভাগ কনসেশন চালু করতে বাধ্য করেছিল। বর্তমান বাসমালিকরা মাত্র ১/২ ভাগ কনসেশন দিচ্ছে ছাত্রদের। ছুটির দিনে তা-ও দিচ্ছে না। অথচ টিউশন নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় ছুটির দিনেও বাসে যাতায়াত করতে হচ্ছে ছাত্রদের। বাসে ছাত্রদের অপমান করা হচ্ছে, কনসেশন চাইলে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এস ডি ও অবরোধকারী ছাত্রদের জানান, বাস মালিকরা ইতিপূর্বে চালু কনসেশন না দিলে তিনি বাস মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। জেলা সম্পাদক অনুপ মাইতি জেলার ছাত্রছাত্রীদের এ ব্যাপারে সতর্ক নজর রাখার আবেদন জানিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর না হলে আবার আন্দোলনে নামা হবে বলে ঘোষণা করেন।

'উলগুলানে'র নেতা শহিদ বীরসা মুণ্ডা জন্মজয়ন্তী পালন

১৫ নভেম্বর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে রাজ্য জুড়ে আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ 'উলগুলান'-এর নেতা বীরসা মুণ্ডার ১৪০ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার কালিমাটি মোড়ে বীরসা মুণ্ডা স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা ও ১৫-১৬ নভেম্বর বলরামপুরের দলদিরি মোড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। উদ্বোধন করেন সিদো-কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিক্ষক বিসম্বর মুড়া। বাঘমুণ্ডির অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বীরসা মুণ্ডা গভীর মমতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে গরিব শোষিত নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের অন্যায় জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে অসীম সাহসিকতায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করার জন্য শরীর ও মনকে সুস্থ-সবল রাখা, হাঁড়িয়া সহ সমস্ত প্রকার মাদক সেবন বন্ধ করা, চুরি না করা ও মিথ্যা না বলা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

সিদো-কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় সহযোগী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে পুরুলিয়ার ঝালদা থানার বেটদ গ্রামে, রঘুনাথপুরের গোবাগ এবং কেন্দা থানার বারিডিতে বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন পালিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার কাঁটামারি, বটতলা ও শ্যামনগরে জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উক্ত সংগঠনের সহ সম্পাদক পরিমল হাঁসদা উপস্থিত ছিলেন। গোসাবার বড় মোল্লাখালি এবং টংপাড়াতে, কলকাতার আদিবাসী কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে আনন্দপুর মুণ্ডা পাড়ায়, বাঁকুড়ার কমলপুর, বীরভূমের সিউড়ি, নদীয়ার হরিণঘাটা থানার নিমতলা বাজার, উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানার দ্বারির জাঙ্গাল, বীজপুর থানার মাঝিপাড়া, মিনাখাঁর ভিগের আটি, পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর থানার লাউপাড়া, গোয়ালমারা ও বীরসা ডেরা, সাঁকরাইল থানার রগড়না (দুর্গাপুর), নারায়ণগড় থানার সরিষা এবং দাঁতনের অন্ত্রীতে বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন পালিত হয়।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে দাবি পেশ

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯ নভেম্বর এস ইউ সি আই (সি) মানিকগঞ্জ ইউনিটের পক্ষ থেকে দাবিপত্র প্রদান করা হয়। গৌড়চণ্ডী-খয়েরবাড়ি এবং মানিকগঞ্জ-সাতকুড়া রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার, দেখাতার সুই নদীর উপর জীর্ণ ব্রিজ সারাই, মানিকগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ন এবং সার্টিফিকেট গ্রহণের সময় জোর করে ট্যাক্স আদায় বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ দিনের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেডস পলেন রায়, শশীকান্ত রায় প্রমুখ।

গোপীবল্লভপুর বিডিওতে বিক্ষোভ

১৫ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)গোপীবল্লভপুর লোকাল কমিটির আহ্বানে দুই শতাধিক মানুষ ১৩ নভেম্বর বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করে। সার, বীজ, কীটনাশকের কালোবাজারি বন্ধ করা, ১৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে সরকারি উদ্যোগে চাষির কাছ থেকে ধান ক্রয়, সুবর্ণরেখার ভাঙন রোধ, শালপাতা, কেন্দুপাতা, বাবুইয়ের উপযুক্ত দাম ও একে ভিত্তি করে কুটির শিল্প গড়ে তোলা, রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি রোধ, প্রতি সপ্তাহে বরাদ্দ রেশনের তালিকা প্রকাশ ও রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা, গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরেখার তীরে নতুন গাইড বাঁধ নির্মাণ, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ, ৩০০ টাকা মজুরি প্রদান, বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা, ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রভৃতি প্রকল্পে দুর্নীতি, দলবাজি ও স্বজনপোষণ রোধ, আলুর দাম নিয়ে কালোবাজারি ও ফাটকাবাজি বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতেই ছিল এই কর্মসূচি। বিডিও দাবিগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য সময় দেবেন বলে জানিয়েছেন।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

রেল স্টেশনও ব্যবসায়ীদের উপহার দিচ্ছে মোদি সরকার

এস ইউ সি আই (সি)

রেলস্টেশনগুলি বেসরকারি হাতে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত মোদি সরকার নিয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

ক্ষমতায় বসেই যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল বাড়ানোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আধুনিকীকরণের নামে রেল পরিষেবায় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের ঘোষণা করেছিলেন। এখন রেল স্টেশনগুলিকে বেসরকারিকরণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। স্টেশনগুলিতে বিলাসবহুল হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য ব্যবসা করবে বেসরকারি সংস্থাগুলি। সমগ্র রেল পরিষেবাকেই বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তকে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এর ফলে রেল ভ্রমণ সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে মহার্ঘ হয়ে উঠবে। এমনকী রেল স্টেশনে প্রবেশের খরচও সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে বিশ্বায়ন-বেসরকারিকরণ-উদারিকরণের নীতিকে সর্বাত্মকভাবে প্রয়োগ করার যে মারাত্মক নীতি বিজেপি সরকার নিয়েছে, এই পদক্ষেপ তারই অঙ্গ। আমরা এই জনবিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করছি।

এই সর্বনাশা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জোরদার সংগঠিত আন্দোলনে সামিল হয়ে এক রুখে দেওয়ার জন্য আমরা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

১৭ নভেম্বর কলকাতার লেনিন সরণিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নবনির্মিত কেন্দ্রীয় অফিস উদ্বোধন ঘিরে উৎসাহী কর্মী-সমর্থকদের সমাগম।

শানু লাহিড়ীর ভাস্কর্য ভেঙে দেওয়ার নিন্দা

কলকাতা ই এম বাইপাসের পরমা আইল্যান্ডে প্রখ্যাত শিল্পী শানু লাহিড়ীর ভাস্কর্যকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। ২৭ নভেম্বর দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারি দলের পক্ষে বাঙালি সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দেওয়ার হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাস্যকর এক কল্পিত 'বিশ্ব বাংলা' ভাস্কর্য স্থাপনের ব্যবস্থা করতেই এই কালাপাহাড়ি অপকর্ম, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আরও নিন্দনীয় হল, শিল্পকর্ম সরানোর বিষয়ে শিল্পীর পরিবারের মত এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সভা ডেকে মতামত না নিয়ে এবং প্রয়োজনে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা না রেখে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা যা কোনও সভ্য সমাজে অকল্পনীয়।

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আমরা সমগ্র ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং শিল্পীর পরিবারের কাছে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পরবর্তীকালে কোনও সরকার যেন শিল্পীদের সভা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ছাড়া কোনও শিল্পকর্ম অপসারণ করতে না পারে তাও সুনিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।"

হাসপাতালে কিশোরীর মর্মান্তিক মৃত্যু

দোষীদের শাস্তির দাবি জানাল এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৮ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

"রাজ্যের একমাত্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ এস এস কে এম-এ রক্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও ন্যক্কারজনক অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে ২৪ ঘন্টাতেও রক্ত না দেওয়ার পরিণামে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি থাকা সুহানা ইয়াসমিন মণ্ডল নামে ১২ বছরের এক কিশোরীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা রাজ্যবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাকে দিনে দিনে এমন জঘন্য স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে দেখে রাজ্যবাসী আতঙ্কিত এবং তাদের ক্ষোভ-বিরক্তিও চরম সীমায় পৌঁছেছে। এস এস কে এম-এর এই মর্মান্তিক ও চরম অমানবিক ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।"

কিশোরীর মৃত্যুর জন্য হাসপাতালের অবহেলাকে চাপা দেওয়া যাবে না, সুপারকে বলল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

২৭ নভেম্বর ১২ বছরের মেয়ে সুহানা ইয়াসমিন-এর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর ঘটনায় মানুষ স্তম্ভিত, মর্মাহত এবং লজ্জিত। নিছক রক্তক্ষরণ হয়ে, রক্ত দেওয়ার অভাবে এস এস কে এম-এর মতো রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় হাসপাতালে এই মৃত্যুতে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা নেই। প্রতিবাদে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (এম এস সি) এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৮ নভেম্বর এস এস কে এম-এর মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করা হয়। মেয়েটির বাবা ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানান। এম এস সি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, 'এখানে প্লাস্টিক সার্জারির বিভাগীয় প্রধান ইতিমধ্যেই সুহানা-র মৃত্যুর কারণ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেখানে নিছক বিভাগীয় তদন্ত সত্য উদঘাটিত করতে পারে না। তাই আমরা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি, মৃত সুহানার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং অবিলম্বে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়নের দাবি জানাচ্ছি।

পুরুলিয়ায় পথ অবরোধ

২০ নভেম্বর পুরুলিয়ার সরবড়ি মোড়ে (ছবি) ও ১০ নভেম্বর পুরুলিয়া শহরে অবরোধ হয়

সড়ক সংস্কারের দাবিতে শিলচরে মিছিল ও ধরনা

বদরপুর জোয়াই ৬ নং জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে ২১ নভেম্বর এস ইউ সি আই (সি) আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ দিন রাঙ্গিরখাড়ি নেতাজি পয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শিলচর জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে ধরনা দেয়। এতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস অরুণাংশু ভট্টাচার্য, শ্যামদেও কুর্মি, অজয় রায় ও প্রদীপকুমার দেব। মিছিল ও ধরনা শেষে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী ও রাজ্যের পূর্তমন্ত্রীর উদ্দেশে আলাদাভাবে দু'টি স্মারকপত্র জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in